দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুমোদনহীন বইয়ের ছড়াছড়ি, কর্তৃপক্ষ নীরব

॥ নিজামুল হক ॥

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা ও দ্বিমুখী সিদ্ধান্ত, প্রতিমাসে নতুন নতুন পরিপত্র জারি, দুর্নীতিবাজ প্রতিষ্ঠান ও অধ্যক্ষের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তার যোগসাজশসহ নানা কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হওয়া বেহাল দশা স্থায়ী হচ্ছে। ২০০৬ সালে শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) দেশের বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বেসরকারি শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি, শিক্ষা উন্নয়নে বাধার কারণসহ বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে গবেষণার এ ফল বরাবরের মত বিফলে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের উদাসীনতারও প্রমাণ মেলে। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর মাউশিতে পড়ে আছে ছয় হাজারের বেশি মামলা। মামলায় একের পর এক হেরে যাচ্ছে সরকার। মাত্র ৩ জন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা মাউশিতে পড়ে থাকা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার মামলা তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন। শুধু শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মামলার বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব কিভাবে দেয়া হয় তা নিয়ে মাউশির কর্মকর্তারাই অভিযোগ করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, এভাবে একের পর এক মামলায় হেরে গেলে সরকারকে আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে কয়েকশ কোটি টাকার বরাদ্দ বাড়াতে হবে। অথচ এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন তদারকি নেই।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) দেশের সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য পাঠ্য (৪র্থ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রথম পৃঃ পর)

বইয়ের অনুমোদন দিয়ে থাকে। নীতিমালা অনুযায়ী এনসিটিবির অনুমোদিত বইয়ের বাইরে অন্য কোন পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এ আইন না মানলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে- এমন উল্লেখ থাকলেও দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের বই পাঠ্য করা হচ্ছে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকাশিত নিম্ন মানের বই পাঠ্য করার জন্য লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানও টাকা গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করে। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশ হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীরব ভূমিকা পালন করেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি ও প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং কমিটির একটি সিন্ডিকেট এ কাজে জড়িত।

এসএসসি পরীক্ষার পূর্বে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে শিক্ষামন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করলেও সম্প্রতি এ পরিপত্র বাতিল করা হয়। ফলে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। সরকারের এ পরিপত্র বাতিলের ফলে পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার কমে ৩০ শতাংশে নেমে আসবে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষকরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষাবোর্ডের এক চেয়ারম্যান ইত্তেফাককে জানান, সরকার কারো সঙ্গে আলোচনা না করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দেশের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্ত। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর এসব প্রতিষ্ঠান তদন্ত করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠায়। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত অব্যবস্থাপনা রয়েছে। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগ ও পাঠ্য পুস্তকের মান প্রশ্নবিদ্ধ। শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অনীহা রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে তিনি শিক্ষা কার্যক্রম তদারকির জন্য সিভিল সোসাইটির ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।